রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ৮, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪ আষাঢ়, ১৪২২/০৮ জুলাই, ২০১৫

নিম্নলিখিত বিলটি ২৪ আষাঢ়, ১৪২২/০৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১৫/২০১৫

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।—এই আইন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৪৮) এ উল্লিখিত "২৪ (চব্বিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩০ (ত্রিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বিগত ২৭ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। আইনটি ২০১৬ সালের ১ জুলাই তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থার অটোমেশনসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। উক্ত আইনটিকে জনবান্ধব ও বিনিয়োগ বান্ধব করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটি নতুন মূসক আইন পুনঃপরীক্ষা করে। এই বিলের উদ্দেশ্য হল উক্ত পুনঃপরীক্ষার আলোকে জনস্বার্থে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সংশোধন আনয়ন করা। এই বিলটি গ্রহণ করা হলে আইনটি অধিকতর করদাতা বান্ধব হবে মর্মে আশা করা যায়।

আবুল মাল আবদুল মুহিত
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd